দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 18 FEB 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 1 ...

025

প্রতিক্রিয়া

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হল থেকে—

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন নাহার (পুরাতন) হলের ছাত্রীদের বিজয় দিবসের কোন অনুষ্ঠান করতে দেয়া হয়নি। এমনকি সেদিনের টি,ভি অনুষ্ঠানও কোন ছাত্রীকে দেখতে দেয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শেষ পরীক্ষার পূর্ব সময়ে এ চরম অভিজ্ঞতা নিয়ে যাব, ভাবতে পারি না।

পুরাতন হল থেকে আমাদের দীর্ঘ দিনের দাবী: বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের জন্য একটি নতুন হল নির্মাণ, মহিলা প্রভোস্ট নিয়োগ ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে আমরা আমাদের দাবী দাওয়া একাধিকবার অবহিত করেছি। এ নিয়ে দু'বার ক্যাম্পাসে ছাত্রীদের সফল মিছিলও অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। উপরন্তু শামসুন নাহার হলের বিতর্কিত প্রভোষ্ট জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গসংগঠন ছাত্রীসংস্থার সাংগঠনিক তৎপরতায় নিজেকে নগ্নভাবে নিয়োজিত রেখেছেন। বিজয় দিবসের দিন পুরাতন হলের পক্ষ থেকে আমরা আলাদা অনুষ্ঠান সূচী হাতে নিলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল সহযোগিতা বন্ধ করা হয় এবং নতুন হলে জামাতী কায়দায় বিজয় দিবস পালিত হয়। ওদিকে আমরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা করে সন্ধ্যায় পুরাতন হলে বিজয় দিবস পালনের প্রস্তুতি নেই। ঠিক সে সময় হলের বিতর্কিত প্রভোস্ট ছাত্রী সংস্থার ১০।১২ জন মেয়ে নিয়ে নতুন হল থেকে এসে পুরাতন অংশে বিজয় দিবস পালনের চেষ্টা করেন। তিনি পুরাতন হলের নেতৃস্থানীয় ছাত্রীদের সাথে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে টি,ভি, রুমের সকল ছাত্রীকে বের করে সেখানে তালা লাগিয়ে দেন। ছাত্রীরা যার যার কক্ষে চলে যায়। প্রভোস্ট তখন ছাত্রী সংস্থার সেই ১০।১২ জন ছাত্রীকে নিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করে এবং তার বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তিকে স্বাধীনতা বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে শ্লোগান তুলে তাদের নতুন হলে ফিরে যায়। ভাবছি ফেব্রুয়ারীর শহীদ দিবসে কি হবে।

শামসুন নাহার হলের এই প্রভোস্ট ক্যাম্পাসে জামাত পন্থীদের নিকট বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী হিসেবে খ্যাত। এ ঘটনার দু' দিন আগে তিনি বুদ্ধিজীবী দিবসের এক জামাতী জলসায় বুদ্ধিজীবী হত্যার এক নতুন রহস্য পয়দা করে বিতর্কের শীর্ষে উঠেছেন। তাঁর গোটা তিনেক তিন টাকা মূল্যের (যা দু'টাকায় বিক্রি হয়) পুস্তিকা স্থানীয় ছোটখাটো খবরের কাগজের দোকানে সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বস্তুতঃ এই বিতর্কিত প্রভোষ্টের কবল থেকে মেয়েদের হলকে রক্ষা করে মহিলা প্রভোষ্ট নিয়োগ, নতুন ছাত্রী হল নির্মাণ, পুরাতন হলকে পূর্ণ হলের মর্যাদাদান ইত্যাদি দাবীকে উপেক্ষা করে কোন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আগে ভাগেই এ ব্যাপারে আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্যোগ না নিলে শামসুন নাহার হলের ছাত্রীরা প্রশাসনের জন্য বড় রকমের ঝুঁকির কারণ হয়ে উঠতে পারে।

প্রীতি রায়/লুবনা মুসা,
শামসুন নাহার হল (পুরাতন),
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।